মূল বইয়ের অতিরিক্ত অংশ

সপ্তম অধ্যায়: মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস

পরীক্ষায় কমন পেতে আরও প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ সালামত সাহেব ও সুব্রত বাবু ঢাকায় এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যান। সালামত সাহেবের পরনে পাজামা ও পাঞ্জাবি, মাথায় পাগড়ি, পায়ে কাপড়ের জুতা। সুব্রত বাবু সুন্দর করে ধুতি পরেছেন, গায়ে দিয়েছেন রেশম সুতার কাজ করা পাঞ্জাবি আর কাঁধে ভাঁজ করা চাদর। *◀ শিখনফল-১*

ক. বাংলায় কৃষিকাজ একটি সম্মানজনক পেশা হিসেবে বিবেচিত হতো কোন সময়ে? ১

খ. মধ্যযুগে হিন্দু সমাজে নারীর অবস্থান কেমন ছিল? ২

গ. উদ্দীপকের পোশাক-পরিচ্ছদের সাথে কোন যুগের মিল বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকটি উক্ত যুগের পোশাক-পরিচ্ছদের আংশিক বিবরণ মাত্র'— বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মধ্যযুগে বাংলায় কৃষিকাজ একটি সম্মানজনক পেশা হিসেবে বিবেচিত হতো।

খ মধ্যযুগে হিন্দু সমাজে নারীদের তেমন কোনো অধিকার ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পত্তির ওপর স্ত্রীদের কোনো অধিকার ছিল না। সমাজে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এ যুগের নারীদের কৃতিত্ব কমও ছিল না। বিত্তশালী পরিবারে নিয়মিত শিল্প ও সংস্কৃতির চর্চা হতো। বীণা, তানপুরা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রে এ যুগের মহিলারা পারদর্শী ছিল।

গ উদ্দীপকের পোশাক-পরিচ্ছদের সাথে বাংলার মধ্যযুগের মিল বিদ্যমান।

মধ্যযুগের অভিজাত মুসলমানরা পাজামা ও গোল গলাবন্ধ জামা পরতেন। আর তারা মাথায় পাগড়ি পরত। পায়ে থাকত রেশম ও সোনার সুতার কাজ করা চামড়ার জুতা। মোল্লা ও মৌলভীরা পায়জামা, জামা এবং টুপি ব্যবহার করতেন। এছাড়াও মধ্যযুগের হিন্দু পুরুষেরা সুন্দর করে ধুতি পরতেন। অভিজাত এবং শিক্ষিত হিন্দুরা চাদর ও পাগড়ি ব্যবহার করতেন। তবে ধনী হিন্দু ব্যক্তিরা বিশেষত ব্যবসায়ীরা গলায় হার, কানে দুল ও আঙুলে আংটি ব্যবহার করতেন।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি, সালামত সাহেবের পরনে পাজামা ও পাঞ্জাবি, মাথায় পাগড়ি, পায়ে কাপড়ের জুতা। আর তার বন্ধু সুব্রতবাবু সুন্দর করে ধুতি পরেছেন, গায়ে দিয়েছেন রেশম সুতার কাজ করা পাঞ্জাবী এবং কাঁধে ভাঁজ করা চাদর। তাদের এ পোশাকের সাথে মধ্যযুগের পোশাক-পরিচ্ছদ সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে মধ্যযুগের পোশাক-পরিচ্ছদের আংশিক বিবরণ ফুটে উঠেছে বলে আমি মনে করি।

সাধারণত মধ্যযুগে বাংলার মুসলমানরা তাদের আঙুলে অনেকগুলো মণি-মুক্তা বসানো আংটি ব্যবহার করতেন। গরিব বা নিম্নশ্রেণির মুসলমানরা লুঙ্গি বা টুপি ব্যবহার করত। এছাড়া অভিজাত মহিলারা কামিজ ও সালোয়ার ব্যবহার করতেন। তারা বাহু ও কবজিতে সোনার অলঙ্কার এবং আঙুলে সোনার আংটি ব্যবহার করতেন।

মধ্যযুগের হিন্দু মেয়েরা পাট ও তুলার কাপড় পরত। তারা আংটি, হার, নাকপাশা, দুল, সোনার ব্রেসলেট, কানবালা, নথ, অনন্ত, বাজু প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহার করত। হিন্দু বিবাহিত স্ত্রী লোকেরা প্রসাধনী হিসেবে সিঁদুর, কাজল, চন্দন মিশ্রিত কস্তুরী ব্যবহার করত। ধনী হিন্দু মহিলারা বক্ষবন্ধনী ও ওড়না ব্যবহার করত। হিন্দু পুরুষেরা আঙুলে আংটি পরত।

উদ্দীপকে মুসলমানদের পাজামা, পাঞ্জাবি, টুপি, পাগড়ি, কাপড়ের জুতা এবং হিন্দুদের ধুতি, চাদর ও রেশম সুতার কাজ করা পাঞ্জাবির কথা বলা হয়েছে। এই উপস্থাপনা মধ্যযুগের পোশাক-পরিচ্ছদের আংশিক বিবরণ মাত্র।

প্রশ্ন ▶২ মৃণালিনী তার দাদি কাদম্বিনীর কাছে জানতে পারে যে, কাদম্বিনীদের আমলে সমাজে নারীদের কোনো অধিকার ছিল না। একবার শ্বশুরের অনুমতি না পাওয়ায় কাদম্বিনী বাবার বাড়ি যেতে পারেন নি। কাদম্বিনীর বড় বোনের স্বামী মারা যাওয়ার পর স্বামীর কোনো সম্পত্তি না পাওয়ায় সন্তানদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। কিশোর বয়সে কাদম্বিনী একবার বীনা বাজানো শেখার জন্য তার বাবার নিকট বায়না ধরলে বাবা কঠোরভাবে বাধা দেন। *◀ শিখনফল-১*

ক. আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন কে? ১

খ. মধ্যযুগে বাংলায় স্থাপত্যশিল্পে মুসলমান শাসকগণ পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছিলেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নারীদের অবস্থানের সাথে কোন আমলের হিন্দু নারীদের মিল লক্ষণীয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত যুগের নারীরা কোনো কোনো দিক থেকে অগ্রসরও ছিল— মতামত দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন সুলতান সিকান্দার শাহ।

খ মধ্যযুগের মুসলমান শাসকগণ ইসলামের গৌরবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং নিজেদের রাজ্যজয় ও শাসনকালকে স্মরণীয় করে রাখতে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে অনেক প্রাসাদ, মসজিদ, কবর, দরগাহ ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদ নির্মাণকে মুসলমান শাসকগণ অতিশয় পুণ্যের কাজ বলে বিবেচনা করতেন। এ জন্যেই মুসলমান শাসকগণ স্থাপত্য শিল্পে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছিলেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত নারীদের অবস্থানের সাথে মধ্যযুগের হিন্দু নারীদের মিল লক্ষণীয়।

মধ্যযুগে বাংলার হিন্দু সমাজে নারীদের তেমন কোনো অধিকার ছিল না। নারীরা তখনকার সমাজের নানা ধরনের রক্ষণশীল নীতির জাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছিল। স্বামী স্ত্রীকে তার সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করত। গৃহকর্তার অনুমতি ছাড়া মেয়েরা গৃহের বাইরে যেতে পারত না। অধিকাংশ সময় সম্পত্তির ওপর স্ত্রীদের কোনো অধিকার ছিল না। সমাজে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি, মৃণালিনীর দাদি কাদম্বিনীদের আমলে সমাজে নারীদের কোনো অধিকার ছিল না। আর একবার শ্বশুরের অনুমতি না পাওয়ায় কাদম্বিনী বাবার বাড়ি যেতে পারেননি। এছাড়াও কাদম্বিনীর বড় বোনের স্বামী মারা যাওয়ার পর স্বামীর কোনো সম্পত্তি না পাওয়ায় সন্তানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ বিষয়গুলো আমরা মধ্যযুগের হিন্দু সমাজেও দেখতে পাই।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত কাদম্বিনীদের আমল অপেক্ষা মধ্যযুগের নারীরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অধিক অগ্রসর ছিল বলে আমি মনে করি।

মধ্যযুগের অনেক নারী নিজ যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা নিজেদের স্বাধীন সত্তাকে বিকশিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নারীরা অনেক অবদান রেখেছিলেন। বিত্তশালী পরিবারে নিয়মিত শিল্প ও

সংস্কৃতির চর্চা হতো। আর অনেক মহিলারা ঘরে বসে ঢোল-তবলার সাহায্যে নানা ধরনের গান পরিবেশন করতেন। এছাড়া অনেক মহিলারা নিজগৃহে নানা ধরনের নৃত্য পরিবেশন করতেন। অনেক নারী বীণা বাজানোয় পারদর্শী ছিলেন। অনেক মহিলারা তানপুরা বাদ্যযন্ত্রে বেশ পারদর্শী ছিলেন। লক্ষ্মী, সরস্বতী, চণ্ডী, বিষ্ণু, মনসা ইত্যাদি পূজার অনুষ্ঠানে মহিলারা অনেক ধরনের গান পরিবেশন করতেন। দোলযাত্রা, রথযাত্রা, হোলি ইত্যাদি অনুষ্ঠানে নারীরা ব্যাপক ভূমিকা পালন করতেন। বিভিন্ন নাট্যানুষ্ঠানে মহিলারা অভিনয় করতেন। অনেক মহিলারা নূপুরের তালে তালে এক ধরনের নৃত্য পরিবেশন করতেন।

পরিশেষে বলা যায়, মধ্যযুগের নারীরা সংস্কৃতির বিকাশে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন যা উদ্দীপকের বর্ণনায় একেবারেই অনুপস্থিত।

প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৩ ইতিহাসশাস্ত্রে লেখাপড়া শেষ করে সাগর তার গ্রামের বাড়ির বৈঠক ঘরে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। সকালে তাদের মসজিদের ইমাম সাহেব উক্ত প্রতিষ্ঠানে মুসলমান শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করেন এবং বিকালে গুরু হিন্দু শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করেন। পাঠশালায় হিন্দু বালক-বালিকারা একত্রে শিক্ষা গ্রহণ করে। এ সকল শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে অনেকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠছে। *◀ শিখনফল-১*

ক. 'বেগম বাজার মসজিদ' কার সময়কালে নির্মিত হয়? ১

খ. মধ্যযুগের বাংলার মুসলমান সমাজের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কোন যুগের শিক্ষাবিষয়ক জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সাগর তার বাড়িতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত যুগে কি উচ্চ শিক্ষার কোনো সুযোগ ছিল? মতামত দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'বেগম বাজার মসজিদ' নবাব মুর্শিদকুলী খানের সময়কালে নির্মিত হয়।

খ মধ্যযুগে বাংলার মুসলমান সমাজে দু'টি পৃথক শ্রেণি ছিল। একটি বিদেশ হতে আগত মুসলমান, অন্যটি ধর্মান্তরিত মুসলমান। স্থানীয় হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও পূর্ববর্তী ধর্মের কৃষ্টি ও রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত ছিল। বিদেশি ও স্থানীয় মুসলমানদের কৃষ্টি ও রীতিনীতির পার্থক্য থাকলেও কোনো বিরোধ দেখা যায়নি। উভয় শ্রেণি মিলেমিশে সমাজে বসবাস করত।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ মধ্যযুগে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কী জান? ব্যাখ্যা কর।

ঘ মধ্যযুগে বাংলায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা কর।

প্রশ্ন ▶৪ মিশু তার ভারতীয় বন্ধু অমিলেশের দেশে বেড়াতে যায় এবং ভারতীয়দের রকমারী পোশাক তার নজর কাড়ে। এক শ্রেণির মানুষের পরনে পাজামা, মাথায় পাগড়ি, পায়ে কারুকাজখচিত জুতা, আর এক শ্রেণির পরনে লুঙ্গি ও টুপি। নয়াদিল্লির বড় বড় শপিংমলে সালোয়ার-কামিজ পরা মহিলাদের আঙুলের আংটি দেখে সঞ্চয় অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এছাড়াও ভারতে ধুতি, চাদর, শাড়ির ব্যবহারও সে লক্ষ করে। *◀ শিখনফল-১*

ক. ঢাকার 'বড় কাটরা' নির্মাণ করেন কে? ১

খ. সুলতানি যুগে সাহিত্য ক্ষেত্রে হিন্দু কবিদের অবদান ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ভারতীয়দের পোশাক-পরিচ্ছদের সাথে বাংলার কোন আমলের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত আমলের পোশাক-পরিচ্ছদ তোমার সমাজে কতটুকু প্রচলিত বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঢাকার 'বড় কাটরা' নির্মাণ করেন শাহ সুজা।

খ সুলতানি যুগে বাংলা সাহিত্যে হিন্দু কবিরা যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন। এ ক্ষেত্রে মুসলমান শাসকবর্গের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে। এ যুগের বিখ্যাত কবি ও লেখকগণের মধ্যে রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, মালাধর বসু, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস ও যশোরাজ খান উল্লেখযোগ্য ছিলেন। এ সময়ে মালাধর বসু 'শ্রীমদ ভাগবৎ' ও 'পুরাণ' বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। নুসরত শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় কবিন্দ্র পরমেশ্বর 'মহাভারত' বাংলায় অনুবাদ করেন। বৈষ্ণব কবি হিসেবে বৃন্দাবন দাসের নাম সধশেষ উল্লেখযোগ্য

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ মধ্যযুগে বাংলার মুসলমান ও হিন্দুদের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে যা জান লেখ।

ঘ মধ্যযুগের পোশাক-পরিচ্ছদের সাথে বর্তমান সমাজের প্রচলিত পোশাক পরিচ্ছদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

➤ অনুশীলনের জন্য আরও প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৫ গ্রীষ্মের ছুটিতে সুমন তার মামাবাড়ি বেড়াতে যায়। তার মামা হরিপুর গ্রামের একজন সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ী। মামা সুমনের জন্য মাছের কাবাব, মুরগির রেজালা, ডিমের কোর্মাসহ বিভিন্ন রকম খাবার তৈরি করেন। বিকালে গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে সুমনের চোখে পড়ে স্বল্প আয়ের সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রাম ও দুর্দশা। বিষয়টি সুমনকে ব্যথিত করে। *◀ শিখনফল-১*

ক. 'বাবা আদমের মসজিদ' কোথায় অবস্থিত? ১

খ. বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশে হুসেন শাহের ভূমিকা কেমন ছিল? ২

গ. মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থার মানদণ্ডে সুমনের মামার অবস্থান ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকে মধ্যযুগের বাংলার অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র ফুটে উঠেছে? মতামত দাও। ৪

প্রশ্ন ▶৬ বার্ষিক পরীক্ষা শেষে জেনি বগুড়া বেড়াতে যায়। সেখানে সে সোনালি রঙের গিলটির কারুকার্য খচিত একটি পুরনো মসজিদ ঘুরে দেখে। মসজিদটির নির্মাণকৌশল তাকে মুগ্ধ করে। *◀ শিখনফল-২ [বান্দরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]*

ক. জাতি হিসেবে আর্যদের কী বলা হতো? ১

খ. কীভাবে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের স্থাপত্য নিদর্শনের সাথে সুলতানি শাসন আমলে নির্মিত কোন মসজিদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শিল্পকলা বিস্তারের ক্ষেত্রে শায়েস্তা খানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য— মতামত দাও। ৪

নিজেকে যাচাই করি

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়: ৩০ মিনিট; মান-৩০

১. পির ভক্তি বাংলার কোন যুগের নিদর্শন?
ক মধ্যযুগ খ প্রাচীন যুগ
গ আধুনিক ঘ উত্তরাধুনিক

২. মধ্যযুগের মুসলমান শাসকেরা কেন ধর্মীয় উদারতা প্রদর্শন করেছিলেন?
ক জনপ্রিয়তার জন্য
খ সুনাম অর্জনের জন্য
গ হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির জন্য
ঘ হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করতে

৩. মধ্যযুগে বাংলার হিন্দুদের প্রধান খাদ্য কী ছিল?
ক মাছ খ রুটি
গ ভাত ঘ মাংস

৪. কৃষ্ণদাস মধ্যযুগের বাংলার হিন্দু সমাজের সর্বনিম্ন শ্রেণির কথা বলেন। কারা এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত?
ক ব্রাহ্মণরা খ শূদ্ররা
গ বৈদ্যরা ঘ কায়স্থরা

৫. মধ্যযুগে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের অন্যতম ফলাফল কোনটি?
ক বাজার অর্থনীতি বৃদ্ধি
খ ব্যাংকিং প্রথার বিকাশ
গ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি
ঘ সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি

৬. 'বড় সোনা মসজিদের' আরেক নাম কী?
ক বারদুয়ারি খ গুরদুয়ারি
গ তের দুয়ারি ঘ দশ দুয়ারি

৭. সুবাদার মীর জুমলা কেন খিজিরপুর দুর্গ নির্মাণ করেন?
ক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য
খ বন্যার কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য
গ পর্যটকদের আগমনের জন্য
ঘ জলদস্যুদের আগমন প্রতিহত করার জন্য

৮. মধ্যযুগের বাংলার মুসলমানরা শব-ই- বরাতে ইবাদত করত কেন?
ক টাকা-পয়সার জন্য
খ সম্মানের জন্য
গ পরকালীন মুক্তির জন্য
ঘ আনন্দ পাওয়ার জন্য

৯. কোন উদ্দেশ্যে শিয়ারা তাজিয়া তৈরি করত?
ক মহররমকে উদ্দেশ্য করে
খ শবে বরাতকে উদ্দেশ্য করে
গ শবে কদরকে উদ্দেশ্য করে
ঘ শবে মেরাজকে উদ্দেশ্য করে

১০. মধ্যযুগে বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্য চর্চা কেন্দ্র ছিল কোনটি?
ক চন্দ্রদ্বীপ খ নবদ্বীপ
গ নিঝুম দ্বীপ ঘ সন্দ্বীপ

১১. যুথী লাইলি-মজনু কাব্য পড়তে গিয়ে তার বাংলার একটি যুগের কথা মনে পড়ে। এটি কোন যুগ?
ক প্রাচীন যুগ খ মধ্যযুগ
গ আধুনিক যুগ ঘ উত্তরাধুনিক যুগ

১২. কোনটি মধ্যযুগে বাংলায় ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের অন্যতম কারণ ছিল?
ক ব্রাহ্মণদের উদারতা
খ সুলতানগণের উদারতা
গ জনগণের আগ্রহ
ঘ ব্রাহ্মণ শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতা

১৩. আলাওলের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ—
ক ইউছুফ জোলেখা খ পুরাণ
গ পদ্মাবতী ঘ মহাভারত

১৪. মধ্যযুগে বাংলার অধিবাসীদের বৃহত্তর অংশ ছিল—
ক চাকরিজীবী খ ব্যবসায়ী
গ কৃষক ঘ উকিল

১৫. মুঘল যুগকে স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন?
ক স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ
খ শিক্ষার বিস্তার
গ রাজ্যের বিস্তার
ঘ ধর্মের প্রসার

১৬. বৃন্দাবন দাস বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন কোন ক্ষেত্রে?
ক মরমি সাহিত্যে খ পুঁথি সাহিত্যে
গ বৈষ্ণব সাহিত্যে ঘ ছড়া সাহিত্যে

১৭. মধ্যযুগে বাংলার উৎপন্ন ফসলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—
i. ধান
ii. গম iii. পাট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮. ষাট গম্বুজ মসজিদের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে—
i. এটির গম্বুজ সাতাত্তরটি
ii. উলুখ খান জাহান এটি নির্মাণ করেন
iii. এটি মুসলমান শাসকের গৌরব বৃদ্ধি করেছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রায়হানের দাদু তাকে মুসলমান সমাজের ইতিহাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে মধ্যযুগের ইতিহাস বলেন। তিনি বলেন তৎকালীন মুসলমানরা ছিল অধিক ধর্মপরায়ণ। তখনকার শাসকগণ ধর্মীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতেন এবং জাকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করেন।

১৯. উদ্দীপক অনুযায়ী মুসলমান শাসকগণ ধর্মীয় কাজে উদার ছিলেন কারণ—
ক সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি
খ মুসলমান ঐক্য রক্ষা
গ রাজ্যের প্রসার ঘটানো
ঘ ধর্মের প্রচার

২০. অনুচ্ছেদে নির্দেশিত যুগের মুসলমান সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল—
ক কোরবানি করা
খ ধর্মপ্রীতি
গ উচ্চ শিক্ষা লাভ করা
ঘ বিভিন্ন ভাষা চর্চা করা

২১. মধ্যযুগের বাংলার অভিজাত মুসলমানরা কী ধরনের ছিলেন?
ক পরিশ্রমী খ দয়ালু
গ ভোগ-বিলাসী ঘ কষ্টসহিষ্ণু

২২. মধ্যযুগের বাংলায় অভিজাত শ্রেণি রাষ্ট্রের মর্যাদাপূর্ণ পদে বসতেন—
i. যোগ্যতার দ্বারা
ii. প্রতিভার দ্বারা
iii. অর্থের দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ওলিপুর গ্রামের উচ্চশ্রেণির মুসলমানগণ পায়জামা ও গোল গলাবন্ধসহ জামা পরেন। তারা মাথায় পাগড়ি, পায়ে রেশম ও সোনার সুতার কাজ করা চামড়ার জুতা পরেন। তারা তাদের আঙুলে অনেকগুলো মনি-মুক্তা বসানো আংটি ব্যবহার করেন। এছাড়াও গ্রামের অভিজাত মহিলারা কামিজ ও সালোয়ার ব্যবহার করতেন।

২৩. ওলিপুর গ্রামের মুসলমানদের সাথে বাংলার কোন যুগের মিল বিদ্যমান?
ক মধ্যযুগের খ আধুনিক যুগের
গ প্রাচীন যুগের ঘ উত্তরাধুনিক যুগের

২৪. উক্ত যুগের গ্রামের মুসলমানদের মাঝে যে দুটি পৃথক শ্রেণির মুসলমান দেখা যায়—
i. বিদেশ হতে আগত মুসলমান
ii. ধর্মান্তরিত মুসলমান
iii. স্থানীয় মুসলমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. মধ্যযুগে বাংলার হিন্দু সমাজে বৈষম্য ছিল কেন?
ক বর্ণপ্রথা কঠোরভাবে মান্য করা হতো বলে
খ সুলতানের অত্যাচারের কারণে
গ টাকা-পয়সা কম ছিল বলে
ঘ বেকার সমস্যা ছিল বলে

২৬. রবীন্দ্র হালদার তার সন্তানের জন্মের পর তাকে গঙ্গার জল দিয়ে ধৌত করেন। এটি কোন যুগের হিন্দুদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল?
ক মধ্যযুগের খ প্রাচীন যুগের
গ আধুনিক যুগের ঘ উত্তরাধুনিক যুগের

২৭. মধ্যযুগে বাংলার কোন শিল্পের চাহিদা বিদেশে বেশি ছিল?
ক রেশম খ লোহা
গ বস্ত্র ঘ আকরিক

২৮. মধ্যযুগে নদীপথে বাণিজ্য প্রথা প্রসার লাভ করেছিল, কারণ—
i. যাতায়াত সহজতর ছিল
ii. খরচ কম হতো
iii. বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ ছিল বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৯. 'ছোট সোনা মসজিদ' কে নির্মাণ করেন?
ক নাসির খান
খ গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ
গ ইলিয়াস শাহ
ঘ হুসেন শাহ

৩০. 'হাজীগঞ্জ দুর্গ' কোথায় অবস্থিত?
ক মুন্সিগঞ্জ খ নারায়ণগঞ্জ
গ ঢাকা ঘ লক্ষ্মীপুর

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; মান-৭০

১.▶

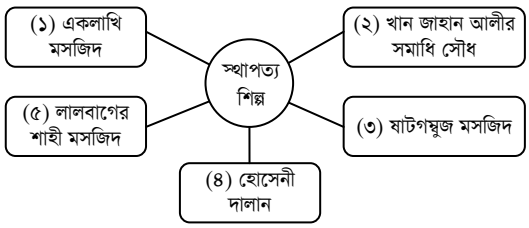

ক. বড় সোনা মসজিদের অপর নাম কি? ১
খ. মধ্যযুগে হিন্দু সমাজের বর্ণ প্রথার বর্ণনা দাও। ২
গ. উদ্দীপকের ৩ নং শিরোনামটির ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. ৩ নং ও ৫ নং শিরোনামের স্থাপত্য শিল্পের শৈল্পিক কারুকার্য এবং সৌন্দর্য কি একই রকম? ব্যাখ্যা দাও। ৪

২.▶ গ্রীষ্মের ছুটিতে সুমন তার মামাবাড়ি বেড়াতে যায়। তার মামা হরিপুর গ্রামের একজন সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ী। মামা সুমনের জন্য মাছের কাবাব, মুরগির রেজালা, ডিমের কোর্মাসহ বিভিন্ন রকম খাবার তৈরি করেন। বিকালে গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে সুমনের চোখে পড়ে স্বল্প আয়ের সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রাম ও দুর্দশা। বিষয়টি সুমনকে ব্যথিত করে।

ক. 'বাবা আদমের মসজিদ' কোথায় অবস্থিত? ১
খ. বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশে হুসেন শাহের ভূমিকা কেমন ছিল? ২
গ. মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থার মানদণ্ডে সুমনের মামার অবস্থান ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকে মধ্যযুগের বাংলার অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র ফুটে উঠেছে? মতামত দাও। ৪

৩.▶ বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে আশিক চাকরির পিছনে না ছুটে একটি শিল্প গড়ে তোলেন। তার কারখানায় স্বর্ণ- রৌপ্যসহ বিভিন্ন ধাতুর সাহায্যে বিভিন্ন গহনা, মূর্তি, ফুলদানি ইত্যাদি তৈরি করা হয়। আশিকের কাজে উৎসাহী হয়ে তার বন্ধু আহাদও শিল্প কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন।

ক. হিন্দু শিশুর কোষ্ঠি গণনা করতেন কে? ১
খ. 'ষাট গম্বুজ মসজিদ' এর বর্ণনা দাও। ২
গ. কোন আমলের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আশিক তার পেশা শুরু করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত আমলের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আহাদ অন্য কী কী শিল্প স্থাপন করতে পারেন বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

৪.▶ অমরেন্দ্রনাথ বাবু একজন ধার্মিক ব্যক্তি। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও তার বাড়িতে মহা ধুমধামের সাথে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তার ভাই মহেন্দ্রনাথ বাবু সন্তান পাবার আশায় একটি পূজার আয়োজন করেন। এছাড়াও তাদের বাড়িতে লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা, মনসা পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। একবার অমরেন্দ্রনাথ বাবু ভারতের গয়া-কাশিতে তীর্থ করে দেশে আসলে অনেক হিন্দুরা তার কাছে আসেন গঙ্গাজল নিতে।

ক. 'বারদুয়ারি মসজিদ'-এর নির্মাতা কে? ১
খ. মধ্যযুগের সমাজ জীবনে সুলতানদের দায়িত্ব পালন ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের সাথে কোন যুগের মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে মধ্যযুগের হিন্দুধর্মের রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের আংশিক প্রকাশ পেয়েছে– পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

৫.▶ ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত UNESCO-এর প্রধান কার্যালয়ে বার্ষিক সাধারণ সম্মেলনে মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা বলেন যে, বাংলাদেশ UNESCO-এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। কেননা এ দেশে আছে ষাট গম্বুজ মসজিদ, বাবা আদমের মসজিদ, বড় সোনা মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, গিয়াসউদ্দিন আযমের মাজার প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন। এছাড়াও তিনি বলেন যে, লালবাগ কেল্লা, হোসেনি দালান, বিবি পরীর সমাধিসৌধ এই দেশটির ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

ক. দৌলত কাজী কোন রাজ সভার শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন? ১
খ. মধ্যযুগে বাংলার হিন্দু সমাজের নানাবিধ সামাজিক রীতিনীতি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে তোমার পঠিত কোন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'উক্ত সময়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভূতপূর্ব বিকাশ সাধিত হয়েছিল'— মতামত দাও। ৪

৬.▶ মি. সাকেব সৌদি আরবে হজব্রত পালন করতে গেলেন। হজের অনুষ্ঠানে সৌদি বাদশার খুতবা পাঠে তিনি মুগ্ধ হন। মি. সাকেব জানতে পারেন, সৌদি বাদশাকে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়। হজব্রত পালন শেষে তিনি সৌদি রাজপ্রসাদ পরিদর্শনে গিয়ে লক্ষ করলেন, রাজপ্রাসাদ শান্ত। কিছু রাজকর্মচারী শান্তভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। বাদশার মনোরঞ্জনের জন্য কোনো ব্যবস্থা সেখানে নেই।

ক. 'রসুল বিজয়' কাব্যের রচয়িতা কে? ১
খ. মধ্যযুগে বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল কীভাবে? ২
গ. সৌদি বাদশার কর্মকাণ্ডের সাথে কোন আমলের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সৌদি রাজপ্রাসাদ থেকে উক্ত আমলের রাজপ্রাসাদের স্বাতন্ত্র্য কোথায়? বিশ্লেষণ কর। ৪

৭.▶ সালামত সাহেব ও সুব্রত বাবু ঢাকায় এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যান। সালামত সাহেবের পরনে পাজামা ও পাঞ্জাবি, মাথায় পাগড়ি, পায়ে কাপড়ের জুতা। সুব্রত বাবু সুন্দর করে ধুতি পরেছেন, গায়ে দিয়েছেন রেশম সুতার কাজ করা পাঞ্জাবি আর কাঁধে ভাঁজ করা চাদর।

ক. বাংলায় কৃষিকাজ একটি সম্মানজনক পেশা হিসেবে বিবেচিত হতো কোন সময়ে? ১
খ. মধ্যযুগে হিন্দু সমাজে নারীর অবস্থান কেমন ছিল? ২
গ. উদ্দীপকের পোশাক-পরিচ্ছদের সাথে কোন যুগের মিল বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকটি উক্ত যুগের পোশাক-পরিচ্ছদের আংশিক বিবরণ মাত্র'– বিশ্লেষণ কর। ৪

৮.▶ NATO-এর মহাসচিব পি জেমস স্টলটেন বার্গ বাংলাদেশ ভ্রমণে এসে এদেশের সামরিক ও বিচার বিভাগের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ডাক্তার, উকিল, কৃষক, তাঁতি, গায়ক, কবি, লেখক, শিক্ষকসহ বিভিন্ন পেশার লোকের সাথে তার পরিচয় ঘটে। এক কৃষকের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে কৃষকের গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ দেখে তিনি অভিভূত হন।

ক. ছোট সোনা মসজিদের নির্মাতা কে? ১
খ. মধ্যযুগে বাংলার মুসলমানদের পোশাক-পরিচ্ছদ কীরূপ ছিল? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভিন্ন পেশাজীবীদের সাথে কোন যুগের পেশাজীবীদের মিল বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'মধ্যযুগে কৃষি ছিল একটি সম্মানজনক পেশা' –উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৯.▶ মামলুক শাসক রুকনউদ্দিন বাইবাস মিশরের সর্বময় কর্তা হিসেবে ছিলেন সমাজ জীবনেও সর্বময় মর্যাদার অধিকারী। মিশরের কপটিক খ্রিষ্টানরাও তার এ অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামাজিক মর্যাদা ও প্রাধান্য মেনে নিয়েছিলেন। সুলতান বাইবাস জুমা ও ঈদের নামাজে খুৎবা পাঠ করতেন। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ নির্মান করেন। এমনকি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতিতেও তিনি উদার পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

ক. 'একলাখি মসজিদ' কে নির্মাণ করেন? ১
খ. 'কদম রসুল' কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে তোমার পঠিত কোন সময়ের কোন সমাজের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'উক্ত সমাজে নানাবিধ সামাজিক উৎসব পালন করা হতো'— বিশ্লেষণ কর। ৪

১০.▶ আজ রুনার বিয়ে। খাবার মেনুতে আছে পোলাও, রোস্ট, কোর্মা, রেজালা, কাবাব, আচার। কত মানুষ এসেছে। পুরুষরা পরেছে পায়জামা, পাঞ্জাবি, টুপি। মেয়েরা পরেছে সালোয়ার-কামিজ।

ক. মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করেন কে? ১
খ. বাঙালি সাংস্কৃতি কীভাবে গড়ে ওঠে? ২
গ. রুনার বিয়ের খাওয়া দাওয়া ও পোশাকের সঙ্গে কোন আমলের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'সেই আমলের স্থাপত্য ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য'— তুমি কি এর সাথে একমত? যুক্তি দাও। ৪

১১.▶ হারিসের বাবা একজন কৃষক। তার বাবার অধীনে অনেক কৃষি শ্রমিক কাজ করে। তার বাবা পাট, ধান, ইক্ষু, রসুন, হলুদ, পান, কলা প্রভৃতি ফসলের চাষ করতেন। তবে চাষাবাদের ক্ষেত্রে তাকে প্রকৃতির ওপর নির্ভর করতে হতো। একবার অনাবৃষ্টির কারণে হারিসের বাবার ফসলের অনেক ক্ষতি হয়।

ক. একলাখি মসজিদ কোথায় অবস্থিত? ১
খ. মধ্যযুগের নৌ-বাণিজ্যে বাংলার অবস্থান ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকটি কোন আমলের কৃষি ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত আমলের চাষাবাদ পদ্ধতির সাথে তোমার দেশের চাষাবাদ পদ্ধতির কোনো পার্থক্য আছে কি? উত্তরের সপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি | মডেল প্রশ্নপত্রের উত্তর

১	ক	২	গ	৩	গ	৪	খ	৫	খ	৬	ক	৭	ঘ	৮	গ	৯	ক	১০	খ	১১	খ	১২	খ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	ক
১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	খ	২১	গ	২২	ক	২৩	ক	২৪	ক	২৫	ক	২৬	ক	২৭	গ	২৮	ঘ	২৯	ঘ	৩০	খ